উপস্থিত ঃ- মোঃ হাসান জামান, সিনিয়র সহকারী জজ

আদেশ নং-২৮

তারিখ- ১৫/০৩/২০২২ ইং

অদ্য একতরফা আদেশের জন্য দিন ধার্য আছে।

বাদীপক্ষ অনুপস্থিত।

নথি আদেশের জন্য নেওয়া হলো।

বাদীপক্ষের আরজির মূল বক্তব্য এই, নালিশী সম্পত্তির আর এস রেকর্ডীয় মালিক ছিলেন ন্যমত আলী ও হাকিমজান। ন্যমত আলী মৃত্যুবরণ করলে তার ত্যজ্যবিত্ত ৪৫.৫০ শ. সম্পত্তিতে স্ত্রী শুয়া বিবি ও পুত্র আফাজ উল্লাহ মালিক হন। আর এস রেকর্ডীয় হাকিমজান নালিশী খতিয়ানে।।. (আট আনা) অংশে ৫.৫০ শতক সম্পত্তির মালিক ছিলেন। পরবর্তীতে উক্ত হাকিমজান এবং শুয়া বিবি ও আফাজ উল্লাহ ১/০৬/৩৭ তারিখে রেজিঃ কবলা মুলে ৫৫ শতক ভুমি আমির আলীর নিকট বিক্রয় করেন। দলিলে ৫৫ শতক লেখা থাকলেও তারা স্বত্ব পাবে ৫১ শতক। উক্ত আমির আলী ০৭/০৩/১৯৬৮ ইং তারিখে রেজিঃ কবলা মুলে নালিশী দাগের ৫১ শতক ভুমি ১/২ নং বাদী ও অপর দুই ভ্রাতা ২১/২২ নং বিবাদীর নিকট হস্তান্তর করলে প্রত্যেকে ১২.৭৫ শতক করে প্রাপ্ত হয়। বাদীগনের প্রাপ্ত (১২.৭৫ x ২)= ২৫.৫০ শতকের মধ্যে বি এস ১৪২১১ দাগের ৫ শতক ভুমি অধিগ্রহনকৃত অংশ বাদে অবশিষ্ট ২০.৫০ শতক ভুমিতে ভোগ দখলে আছেন। এভাবে বাদীগণ নালিশী ১(ক) তফসিল বর্নিত সম্পত্তিতে চাষাবাদক্রমে ভোগদখলে থাকাবস্থায় স্থানীয় তহসিল অফিসে নামজারি করতে গেলে বি.এস খতিয়ান ভুলভাবে রেকর্ড হয় মর্মে অবগত হন। বাদীগণ বিগত ০৩/১২/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে নালিশী বি এস খতিয়ানের জাবেদা নকল প্রাপ্ত হয়ে দেখেন যে, নালিশী খতিয়ানে ভুলক্রমে বাদীগনের বায়ার নাম আসেনি। উক্ত প্রেক্ষিতে বাদী নালিশী ভুমি সংক্রান্ত বি এস ২৫১০/২৬৬৩/৫৩৭ নং খতিয়ান ভুল ও অকার্যকর এবং বাধ্যকর নয় মর্মে ঘোষনার প্রার্থনায় অত্র মোকদ্দমা দায়ের করেছেন।

১-৩৭ নং বিবাদীর প্রতি সমন সঠিকভাবে জারি হলেও তারা অত্র মামলায় হাজির হতে ব্যর্থ হয়। যার প্রেক্ষিতে বিগত ২৫/০৭/২০১৯ ইং তারিখের ০৮ নং আদেশমূলে তাদের বিরুদ্ধে এক-তরফা শুনানীর জন্য ধার্য হয়।

অত্র মামলা প্রমানের জন্য বাদীপক্ষে ২ নং বাদী মোঃ ইলিয়াছ P.W.-1 এবং মোঃ ইউনূছ P.W.-2 হিসাবে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। বাদীপক্ষ দাবির সমর্থনে নিম্নবর্নিত কাগজাদি দাখিল করেন।

১। আর এস ১৯৫৩, আর এস- ১৯০৪, আর এস - ১৯০৯ নং খতিয়ান এর জাবেদা নকল যা প্রদর্শনী- ১ সিরিজ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

২। বি এস -২৫১০, বি এস -২৬৬৩, বি এস -৫৩৭ নং খতিয়ান এর জাবেদা নকল প্রদ- ২ সিরিজ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

৩। ০১/০৬/১৯৩৭ ইং তারিখের ২৪৪৩ নং কবলার জাবেদা নকল যা প্রদর্শনী- ৩ হিসাবে চিহ্নিত হয়।

৪। ০৭/০৩/১৯৬৮ ইং তারিখের ১২৬৫ নং কবলার জাবেদা নকল যা প্রদ- ৪ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

P.W.-1 মোঃ ইলিয়াছ এবং P.W.-2 মোঃ ইউনূছ এর গৃহীত জবানবন্দি, নথি ও দাখিলকৃত কাগজাদি (প্রদর্শনী ১ -৪) দেখলাম এবং পর্যালোচনা করলাম। সার্বিক পর্যালোচনায় বাদীপক্ষের নালিশী খতিয়ানভুক্ত সম্পত্তিতে স্বত্ব, স্বার্থ ও দখল রহিয়াছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। এমতাবস্থায় বাদীপক্ষ অত্র মোকদ্দমা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে বলে আমি মনে করি। সুতরাং বাদীপক্ষ তাদের প্রার্থীত প্রতিকার পেতে হকদার।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

ঘোষনামূলক ডিক্রীর প্রার্থনায় আনীত অত্র মোকদ্দমা বিবাদীপক্ষের বিরুদ্ধে একতরফাসূত্রে বিনাখরচায় ডিক্রি হলো।

এই মর্মে ঘোষনা করা যাচ্ছে, নালিশী তফসিল বর্ণিত ভুমিতে ১ ও ২ নং বাদীগণের উত্তম ও অপরাজেয় স্বত্ব রহিয়াছে এবং উক্ত ভুমি সংশ্লিষ্ট বি.এস ২৫১০, ২৬৬৩ ও ৫৩৭ নং খতিয়ানে বাদীগণের পূর্ববর্তীর নামের পরিবর্তে বিবাদীগণ ও তাদের পূর্ববর্তীর নাম ভুল ও অশুদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, যা যথারীতি বে-আইনী ও কার্যকর এবং উহা বাদীগণের উপর বাধ্যকর নয়।

আমার স্বহস্তে লিখিত ও সংশোধিত

(মোঃ হাসান জামান)
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম

(মোঃ হাসান জামান)
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম